ইউরোপের ফুটবল
ভয়াবহ অর্থ সংকটে

ইউরোপের ফুটবল এখন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি। অবস্থা এমনই যে, বেশ কিছু দেশের ফুটবল অবকাঠামো ভেঙে পড়তে পারে যে কোনো সময়। টাকার অবাধ খেলায় মেতে ওঠা ক্লাবগুলো এখন নিজেদের মৃত্যুর প্রহর গুনছে। ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত সেই মহাদেশের প্রাণপ্রিয় খেলা... লিখেছেন মিশায়েল আহ্‌মাদ

ক্লাবগুলো টাকা নিয়ে পাগলা খেলার খেসারত তাদের এখন দিতে হচ্ছে। সাফল্যের জন্য এখন মরিয়া ক্লাবগুলো এখন নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে ঘুরছে।

ফিওরেন্টিনা। ফ্লোরেন্স শহরের এককালে মাঠ কাঁপানো ক্লাব। এই ক্লাবে খেলে গেছেন ইটালির ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার রবার্তো ব্যাজিও, গোল মেশিন বাতিস্তুতা, যুগোস্লাভিয়ার প্রেদরাগ মিয়াতোভিচ, পর্তুগালের রুই কস্তা ও নুনো গোমেজ। ১৯৫৬ এবং ১৯৬৯ সালে লীগ শিরোপাধারী। তিন মৌসুম আগে চ্যাম্পিয়নস্ লীগে আর্সেনাল ও ম্যানইউকে হারানো এই ক্লাব এখন সিরি'বি'তে। শুধু তাই নয়, এই মৌসুমে শেষ পর্যন্ত তাদের 'সিরি 'সি'তে খেলতে হতে পারে। কারণ তারা দেউলিয়া। এবং ইউরোপের বহু সমস্যা সংকুল ক্লাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গ্যারাকলে তারাই। তাদের দেনার পরিমাণ ২২ মিলিয়ন ইউরো। তাদের মালিক, সিনেমা প্রযোজক ভিত্তোরিও চেচ্চি গোরি ক্লাবকে বেচে দিতে চাইলেও কোনো ক্রেতা পাননি। লীগ কমিটির সামনে তারা সন্তোষজনক বাজেট দেখাতে না পারায় এই মৌসুম তাদের নেমে যেতে হতে পারে তৃতীয় এমনকি চতুর্থ বিভাগেও। ইটালির মিডিয়া বলেছে, ফ্লোরেন্সে যদি ফুটবল বাঁচাতে হয় তবে সিরি'সি'তে একটি নতুন ক্লাব এখনই নামাতে হবে। এখন ফিওরেন্টিনার মাথার ওপর মৃত্যুর অসহনীয় ঘন্টা বাজছে।

ফ্লোরেতিনো পেরেজ: রিয়েলের প্রেসিডেন্ট টাকার অভাবে নিশ্চুপ

তাই ফ্লোরেন্স শহর 'ফিওরেন্টিনা ১৯২৬ ফ্লোরেন্সিয়া' নামের নতুন ক্লাব মাঠে নামাবে। যার সঙ্গে আগের কর্মকর্তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ইটালির ফুটবল সমস্যা আরো বৃহৎ। সব বিভাগ মিলিয়ে ২৩টি (সিরি'এ'-২, সিরি 'বি'-৬, সিরি'সি'-১৫) ক্লাবের কাজেই নির্ণয় করবে তাদের ভবিষ্যৎ। লীগ কমিটিকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে তাদের রেলিগেট করে দেয়া হবে। এই হিসেবে ফিওরেন্টিনা ছাড়া ল্যাৎসিও এবং রোমাও আছে। এই সপ্তাহতেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ২৩টির মধ্যে আটটি (আটলান্টা, ব্রেসিয়া, শিয়েভো, কমো, এম্পলি, মোদেনা, পেরুজিয়া ও পিয়াসেনৎসা) ক্লাবের এখনও কোনো টিভি চ্যানেলের সঙ্গে চুক্তি হয়নি। তারা ইটালির দুই ফুটবল সম্প্রচার করা চ্যানেল 'টেলিপিউ' এবং 'স্ট্রিম'-এর কাছে ক্লাব প্রতি এই মৌসুমের জন্য ১০ মিলিয়ন ইউরো দাবি করেছে। কিন্তু টেলিপিউ ৪ মিলিয়ন ও স্ট্রিম ৪.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত দিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু সেই ক্লাবগুলো বলেছে এই প্রস্তাব অবাস্তব ও অপমানজনক। কিন্তু টিভি চ্যানেলগুলোর দাবি মানতে নারাজ। এই পরিস্থিতি দেখে এখন ক্লাবগুলো বলছে, লীগ এক মাস পিছিয়ে পহেলা অক্টোবর শুরু করা হোক।

ইংলিশ ফুটবলে সম্প্রচার সমস্যা সমাধান হতে যাচ্ছে। 'বি স্কাই বি' প্রথম বিভাগ ফুটবলের সম্প্রচার স্বত্ব ৪৮ মিলিয়ন ইউরোর (৯৫ মিলিয়ন পাউন্ড) বিনিময়ে ৪ বছরের জন্য কিনে নিয়েছে। এই চুক্তি হয়েছে 'আইটিভি' চ্যানেলের মৃত্যুর পর। সেই চ্যানেলকে বন্ধ করে দেয়ার পর লীগ কমিটি মামলা করে, কারণ তাদের পাওনা ১৭৮.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। অবশ্য সেই টাকা কমিটির পাবার আর সম্ভাবনা নেই।

'ভিত্তরিও আমাদের প্রেসিডেন্ট নয়'- ফুল দেয়ারত ফিওরেন্টিনার একজন মর্মাহত সমর্থক

মাসিমো মোরাত্তি: ইন্টার মিলানের প্রেসিডেন্ট

ডেভিড বার্নস: ইংলিশ লীগ কমিটির চীফ এক্সিকিউটিভ

'বি স্কাই বি'র সঙ্গে চুক্তি ইংল্যান্ডের ৭২টি ক্লাবকে দেউলিয়ার মুখ থেকে রক্ষা করেছে।

স্কটল্যান্ডে সম্প্রচার বিষয় নিয়ে বেধেছে ভয়াবহ হট্টগোল। রেঞ্জার্স এবং সেলটিক বিরুদ্ধে লড়ছে ১০টি ক্লাব। কারণ সেই দুই ক্লাবের তুলনায় তাদের টিভি সম্প্রচার মূল্য খুবই কম। সেই দুই ক্লাবের সঙ্গে তাদের বিভাজনটা আরো বড় করবে। তারা বলেছে, পরিস্থিতির সঠিক সমাধান না হলে তারা লীগ থেকে বেরিয়ে আসবে। তাহলে ধসে পড়বে স্কটিশ লীগ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমঝতা হওয়ার পরে শুরু হয়েছে স্কটিশ লীগ। 'বিবিসি'র দু'বছরব্যাপী ২০ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রেঞ্জার্স ক্লাবের হরেক বিষয়ে আপত্তি থাকলে এই বিরোধ চরমে ওঠে। রেঞ্জার্স ও সেলটিকের ইংলিশ প্রিমিয়ারশিপও যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাটি আরও একবার জাগিয়ে দিলো এই বর্তমান সমস্যা। সত্যি কথা বলতে, স্কটিশ ফুটবলের বৃহত্তর স্বার্থে, তাদের লীগে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেঞ্জার্স ও সেলটিকের বেরিয়ে আসাটা খুব জরুরি। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এরকম কিছু ঘটলে সেটি হবে খুব স্বাভাবিক।

ফ্রান্সে টিভি সম্প্রচার নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। অনেক ক্লাবই এই বিপদে। একমাত্র গত বছরের লীগ শিরোপাধারী 'অলিম্পিক লিয়ঁ' দুশ্চিন্তামুক্ত। তবে 'পিএসজি' ক্লাবকে মালিক সংস্থা 'কানাল প্লাস' বিক্রি করে দিতে ইচ্ছুক। বিশাল অঙ্কের লোন সমস্যা নিয়ে অনেক দিন ধরেই বিপাকে এই চ্যানেলটি।

জার্মানির লীগে এরকম সমস্যা আছে। জার্মান চ্যানেল 'কার্চ' দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় জার্মানির বহু ক্লাব এখন গভীর সমুদ্রে। সেখানেও বাঁচার পথ খোঁজা হচ্ছে। অবশ্য তাদের ক্লাবগুলো যথেষ্ট হিসাব করে খরচ করে বলে সমস্যা মোকাবেলায় তারা অনেক বেশি প্রস্তুত।

এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত প্রচুর দল বদল হয়নি। যা হয়েছে সেখানে টাকার মূল্য ছিলো কম। বড় অনেক ক্লাবই কেনা-বেচা করেনি। রিয়েল মাদ্রিদের মত খরচে ক্লাব একেবারে চুপ। এবার ক্লাবগুলোর মূলত ফুটবলার পাল্টে নেওয়া এবং ফ্রি ট্রান্সফারের দিকে মনোযোগ বেশি। রিভালদো ফ্রি ট্রান্সফার লিস্টে থাকায় এসি মিলান তাকে নিয়ে গেল। না হলে, নিশ্চিত যে ফলগলের সঙ্গে যতই সমস্যা থাক, তাকে বেচার মতো ক্লাবের বড় অভাব হতো। কারণ ক্লাবগুলো দেনার দায়ে জর্জরিত।

ইটালিতে ঠিক হয়েছে যে পারফর্মেন্স অনুযায়ী ফুটবলাররা টাকা পাবেন। খারাপ খেললে ২০% পর্যন্ত বেতন কাটা হবে। ইটালিতে গত চার বছরে খেলোয়াড়দের বেতন দ্বিগুণ হলেও ক্লাবের আয় বেড়েছে খুব কম এবং গেটমানি প্রায় বাড়েনি। খেলোয়াড়দের দিনকে দিন বৃদ্ধি পাওয়া বেতন সামলাতে গিয়ে এবং অযৌক্তিক ট্রান্সফার ফি'র কল্যাণে ক্লাবগুলো এখন পথে।

গত মৌসুমে রিয়েল মাদ্রিদ ৬৬ মিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার ফি দিয়ে জিদানকে ক্রয় করে। তখন বিশ্বের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়টি বলেছিলেন যে পৃথিবীর কোনো ফুটবলারই এতো দামের যোগ্য নয়। এই দাম অবাস্তব।

এই মৌসুমের শুরুতে আর্সেনালের ম্যানেজার আর্সেন ওয়েঙ্গার বলেছিলেন, ট্রান্সফার মার্কেটের পরিস্থিতি খুব খারাপ। ক্লাবগুলো যে পরিমাণ খরচ করে তা ফুটবলের ধ্বংস ডেকে এনেছে। তিনি আরো বলেন যে, কোন ফুটবলারের মূল্য কত তা বোঝার উপায় এখন নেই। পরিস্থিতি খুব খারাপ।

ফুটবলকে বাঁচাতে ফিফা বহু পদক্ষেপ খুঁটিয়ে দেখছে। তারা ট্রান্সফার ফি'র একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক বেঁধে দিতে চাচ্ছে। কিশোর ফুটবলারদের বাঁচাতে একটি বয়স বেঁধে দেবার চেষ্টা করছে, যে এই বিশেষ বয়স পর্যন্ত তাকে কেউ কিনতে পারবে না বা এর বেশি দাম দিতে পারবে না। অবশ্য এর কিছুই তারা এখনও আইন করে পাস করেনি। করলে ফুটবলেরই মঙ্গল হবে।